দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

৪০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনী উত্তেজনার কবলে

রিফুজ্জামান পিন্টু ॥ নির্বাচনী আমেজে
ংশের শিক্ষাঙ্গনে এখন ঢিলেঢালা
রিবেশ বিরাজ করছে। পরীক্ষা ও
ড়াশোনার গতি ঝিমিয়ে পড়েছে।
ংঘাত, সংঘর্ষ বা উত্তেজনা একমাসের
ধ্যে গ্রাস করেছে রাজধানী ঢাকাসহ
ঙলা শহরের প্রায় ৪০টি শিক্ষা
তিষ্ঠান। নির্বাচনী সহিংসতা ও
মাডোলে এসব স্পর্শকাতর প্রতিষ্ঠানে
খন টালমাটাল অবস্থা। সচেতন
গরিক হিসাবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের
নেকেই পাঠদান বা গ্রহণ থেকে বেশ
র সরে নির্বাচনী হাওয়ায় গা ভাসিয়ে
য়েছেন। অফিস-আদালত, হোটেল-
স্তরাঁর মতো ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয়
ক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন নির্বাচনী আলোচনায়
রগরম। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের
নেকেই এখন দল বা প্রার্থীকে উদ্ধারে
স্ত। ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয়
তাকর্মীদের ঘুমও যেন হারাম হয়ে
ছে। নির্বাচনী হাওয়া জোরেশোরে
বইতে শুরু করায় একাদশ শ্রেণীর পড়াশোনা পুরোদমে শুরু হচ্ছে না। রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতার প্রভাব পড়ছে দেশের স্পর্শকাতর শিক্ষাঙ্গনগুলোতে। শুরু হয়েছে ক্যাম্পাস দখল বা পাল্টাদখলের মহোৎসব। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকার পরিবর্তে শিক্ষাঙ্গন হয়ে উঠেছে দ্বন্দ্ব-সংঘাতময়। একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া উঠতি বয়সের অসংখ্যা তরুণের মধ্যে এখন পুরোপুরি নির্বাচনী আমেজ। নির্বাচন শেষ হবার আগে এদের পড়ার টেবিলে ফেরার আর সম্ভাবনা নেই। জাতীয় সংসদের মতো গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে দল ও প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী জোয়ার সৃষ্টিতে তরুণদের ভূমিকা থাকে মুখ্য। আর অধিকাংশ তরুণই কোন না কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র। তাদের রয়েছে পছন্দের রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তি। যে কারণে জাতীয় নির্বাচনের ভাগ্য নির্ধারণে শিক্ষাঙ্গনের ভূমিকা থাকবে মুখ্য।

অনেকেই এখন দল বা প্রার্থীকে উদ্ধারে ব্যস্ত

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি প্রক্রিয়া প্রায় শেষের পথে। রাজধানীসহ দেশের নামীদামী কলেজে ইতোমধ্যে ভর্তি পর্ব শেষ হয়েছে। এমনকি ক্লাস শুরু করেছে বেশ কয়েকটি স্বনামধন্য কলেজ। পহেলা অক্টোবর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বহুল কাঙ্ক্ষিত জাতীয় নির্বাচন। নামীদামী কিছু কলেজ ছাড়া অধিকাংশ কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এখন নির্বাচনী জ্বরে আক্রান্ত। দেশের সর্বত্র যেখানে নির্বাচনী জোয়ার উঠেছে সেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা চুপ থাকবে এটা ভাবা যায় না।